এইচএসসিতে বিতর্কিত প্রশ্ন

এমপিও বাতিল হচ্ছে চার শিক্ষকের

নিজস্ব প্রতিবেদক

১৭ এপ্রিল ২০২৩ ১২:০০ এএম | আপডেট: ১৬ এপ্রিল ২০২৩ ১১:৩০ পিএম

advertisement

২০২২ সালের এইচএসসি পরীক্ষায় ঢাকা বোর্ডের বাংলা প্রথম পত্র পরীক্ষায় বিতর্কিত প্রশ্ন প্রণয়ন ও বাংলা দ্বিতীয় পত্র পরীক্ষায় সিলেবাসের বাইরে থেকে প্রশ্ন করায় চার শিক্ষকের শাস্তি হতে যাচ্ছে। তাদের সরকারের বরাদ্দকৃত বেতন (এমপিও) বাতিল হতে পারে। প্রাথমিকভাবে ওই চার শিক্ষককে কারণ দর্শানো নোটিশ (শোকজ) দিয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। গতকাল রবিবার মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ এই নোটিশ প্রকাশ করেছে।

advertisement

ওই চার শিক্ষকই বিভিন্ন বেসরকারি কলেজে কর্মরত। তাদের

মধ্যে বাংলা প্রথম পত্রের প্রশ্ন প্রণয়নে জড়িত ছিলেন ঝিনাইদহের মহেশপুর ডা. সাইফুল ইসলাম ডিগ্রি কলেজের সহকারী অধ্যাপক প্রশান্ত কুমার পাল, কুষ্টিয়ার ভেড়ামারা উপজেলার ভেড়ামারা আদর্শ কলেজের সহকারী অধ্যাপক মো. রেজাউল করিম এবং নড়াইলের মির্জাপুর ইউনাইটেড কলেজের সহকারী অধ্যাপক শ্যামল কুমার ঘোষ। আর বাংলা দ্বিতীয় পত্রের প্রশ্ন প্রণয়ন করেন কুমিল্লার বুড়িচং এরশাদ ডিগ্রি কলেজের সহকারী অধ্যাপক মো. এনামুল হক। তাদের পাঠানো নোটিশে এমপিও কেন বাতিল করা হবে না তা জানতে চাওয়া হয়েছে।

advertisement

বাংলা প্রথম পত্রের প্রশ্ন প্রণয়নে সরকারি কলেজের দুই শিক্ষকও জড়িত ছিলেন। তারা হলেন- নড়াইল সরকারি ভিক্টোরিয়া কলেজের সহযোগী অধ্যাপক সৈয়দ তাজউদ্দিন শাওন ও সাতক্ষীরা সরকারি মহিলা কলেজের সহযোগী অধ্যাপক শফিকুর রহমান। তাদের ইতোমধ্যে পাবলিক পরীক্ষার দায়িত্ব থেকে বাদ দিয়েছে যশোর মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড।

জানা গেছে, বিতর্কিত প্রশ্ন প্রণয়নে জড়িত বেসরকারি কলেজের চার শিক্ষককে গত ১৩ এপ্রিল শোকজ নোটিশ পাঠিয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। উপসচিব মিজানুর রহমানের সই করা নোটিশে ১০ কার্যদিবসের মধ্যে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগে জবাব পাঠাতে বলা হয়েছে।

এইচএসসি পরীক্ষার ঢাকা শিক্ষাবোর্ডের বাংলা প্রথম পত্রের প্রশ্নে সাম্প্রদায়িক উসকানির উপাদান ছিল। একটি প্রশ্নে বলা হয়েছিল, নেপাল ও গোপাল দুই ভাই। জমি নিয়ে বিরোধ তাদের দীর্ঘদিন। অনেক সালিশ-বিচার করেও কেউ তাদের বিরোধ মেটাতে পারেনি। কেউ কাউকে ছাড় দিতে নারাজ। এখন জমির ভাগবণ্টন নিয়ে মামলা চলছে আদালতে। ছোট ভাই নেপাল বড় ভাইকে শায়েস্তা করতে আব্দুল নামে এক মুসলমানের কাছে ভিটের জমির এক অংশ বিক্রি করে। আব্দুল সেখানে বাড়ি বানিয়ে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করে। কোরবানির ঈদে সে নেপালের বাড়ির সামনে গরু কোরবানি দেয়। এ ঘটনায় নেপালের মন ভেঙে যায়। কিছুদিন পর কাউকে কিছু না বলে জমিজায়গা ফেলে সপরিবারে ভারতে চলে যায় সে।

জানা গেছে, প্রশ্নটি প্রণয়ন করেছিলেন ঝিনাইদহের শিক্ষক প্রশান্ত কুমার পাল। আর প্রশ্নপত্রের চারজন মডারেটরের একজন নড়াইলের মির্জাপুর ইউনাইটেড ডিগ্রি কলেজের সহকারী অধ্যাপক শ্যামল কুমার ঘোষ। আরেকজন কুষ্টিয়া ভেড়ামারা ডিগ্রি কলেজের শিক্ষক রেজাউল করিম। বাকি দুজন নড়াইলের সরকারি ভিক্টোরিয়া কলেজের সহযোগী অধ্যাপক সৈয়দ তাজউদ্দিন শাওন,

সাতক্ষীরা সরকারি মহিলা কলেজের সহযোগী অধ্যাপক মো. শফিকুর রহমান। তারা বিসিএস সধারণ শিক্ষা ক্যাডার কর্মকর্তা।

বাংলা দ্বিতীয় পত্র পরীক্ষায়ও সিলেবাসের বাইরে থেকে প্রশ্ন করা হয়েছে। ঢাকা বোর্ডের বাংলা দ্বিতীয় পত্র পরীক্ষায় রচনামূলক অংশে সর্বনাম থেকে ৫ নম্বরের একটি প্রশ্ন থাকলেও সংশ্লিষ্ট অংশটি সিলেবাসে ছিল না। কুমিল্লার বুড়িচং এরশাদ ডিগ্রি কলেজের সহকারী অধ্যাপক মো. এনামুল হক সিলেবাসের বাইরে থেকে এ প্রশ্ন প্রণয়নে জড়িত ছিলেন বলে মন্ত্রণালয়ের তদন্তে উঠে এসেছে।